Zvi“‡Y¨i †µR wewjqvW

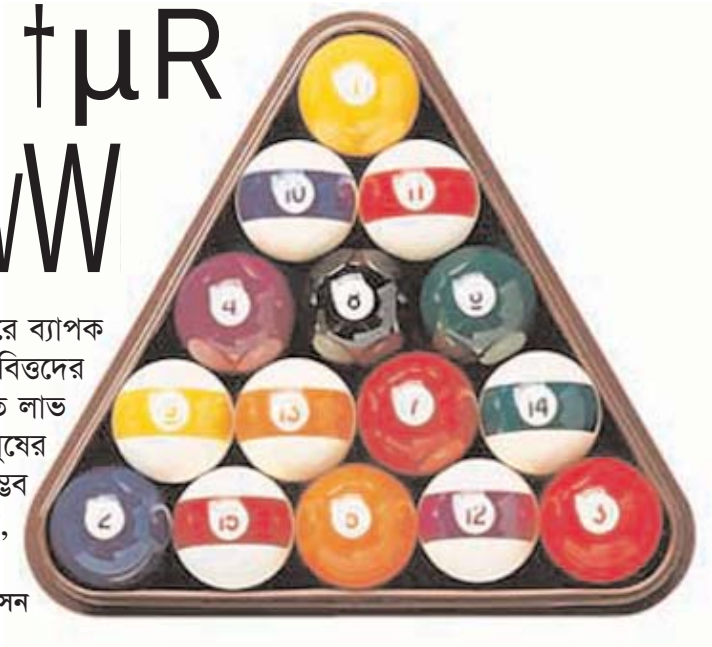

বিলিয়ার্ড বা পুল খেলাটি সম্প্রতি ঢাকা শহরে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এক সময়ের উচ্চবিত্তদের খেলা বিলিয়ার্ড বছর দু-একের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করেছে ঢাকা শহরের মোটামুটি সব পর্যায়ের মানুষের মধ্যে। এ ঘটনা বিস্ময়কর হলেও সত্যি। এটি সম্ভব হয়েছে কেবল বাংলাদেশের কিছু ব্যক্তির কারণে, যারা এ খেলাটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এ দেশের মানুষকে ...লিখেছেন **সৌগত হোসেন**

প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা বিলিয়ার্ড সেন্টারের (DBC) অবস্থান ছিল সোবহানবাগে। সেখানে মাত্র ৬'টি বোর্ড নিয়ে DBC যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এর অবস্থান গুলশানে। সেখানে ১৩টি পুল বোর্ড ও ২টি স্নুকার বোর্ড আছে। এখানে খেলতে আসেন মূলত গুলশানের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা। ঢাকা শহরের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই বিলিয়ার্ডের প্রধান খেলোয়াড়। তুলনামূলক কম খরচে প্রতিযোগিতামূলক খেলা বলেই বিলিয়ার্ড সর্বসাধারণের কাছে অল্পদিনেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ঢাকা শহরে মূলত ধানমন্ডি, গুলশান ও বনানীতেই বিলিয়ার্ড সেন্টার ও বিলিয়ার্ড খেলুড়েদের আধিক্য দেখা যায়। এজন্যই এসব স্থানে বিলিয়ার্ড সেন্টারগুলো খুলছেন মালিকরা।

ধানমন্ডির অনেকগুলো বিলিয়ার্ড সেন্টারের মধ্যে র‍্যাক অ্যান্ড কিউ তুলনামূলকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সেখানকার ম্যানেজার টিপু সুলতানের সঙ্গে কথা হয় আমাদের। তিনি জানান, প্রায় দেড় বছর আগে ধানমন্ডি তিন নম্বর রোডে 'কনকর্ড আর্কেডিয়া' শপিং সেন্টারের পঞ্চম তলায় যাত্রা শুরু হয় র‍্যাক অ্যান্ড কিউ'র। মালিক তানজিল আহমেদ কৈশোরে বিলিয়ার্ড খেলার একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। ফলে পরবর্তীতে নিজেই বিলিয়ার্ড সেন্টার খুলতে আগ্রহী হন। প্রায় ৩০ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে তিনি এ সেন্টারটি স্থাপন করেন। ছয়টি পুল বোর্ড নিয়ে র‍্যাক অ্যান্ড কিউ-এর ব্যবসা চলছে। এই বিলিয়ার্ড সেন্টারটির গড় আয় দিনে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত র‍্যাক অ্যান্ড কিউ খোলা থাকে। বোর্ডে বল সাজিয়ে দেয়ার জন্য রয়েছে সার্বক্ষণিক ছয়জন মার্কার।

বিলিয়ার্ড খেলার ব্যবস্থার পাশাপাশি এর উপকরণগুলোর একটি দোকানও আছে, যেখানে বিভিন্ন প্রকার কিউ, বল, চক ইত্যাদি পাওয়া যায়। এছাড়া এখানে একটি উন্নত মানের ফাস্টফুড শপও রয়েছে।

র‍্যাক অ্যান্ড কিউতে খেলোয়াড়দের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়। তবে এসব সুবিধা কেবল মেম্বারদের জন্য প্রযোজ্য। মেম্বাররা এখানে খেলার জন্য নিজস্ব কিউ ও চক পান। তাদের জন্য নির্দিষ্ট বোর্ডও রয়েছে। সাধারণ খেলোয়াড়দের জন্য মেম্বারশিপ ফি ৩০০০ টাকা এবং ছাত্রদের জন্য ২০০০ টাকা।

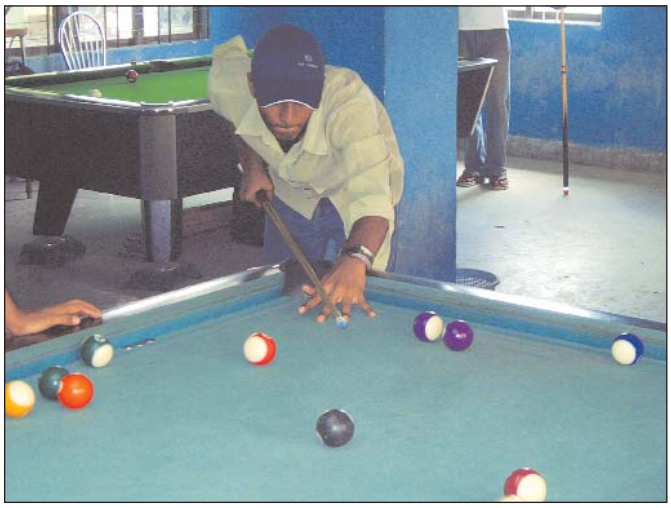

ধানমন্ডি এলাকারই আরেকটি বিলিয়ার্ড সেন্টার হলো RBC বা রয়েল বিলিয়ার্ড সেন্টার। চার নম্বর রোডের রয়েল প্লাজার ষষ্ঠ ও সপ্তম তলা জুড়ে RBC গড়ে উঠেছে। মালিক সাঈদুর রহমান সাঈদ জানান, রয়েল প্লাজা তৈরি হবার পর যখন ষষ্ঠ ও সপ্তম তলা খালি ছিল, তখন তিনি মূলত তার ছেলে ফাহাদের আগ্রহ ও অনুরোধের কারণে RBC সৃষ্টির উদ্যোগ নেন। প্রথমে সপ্তম তলায় ছটি পুল বোর্ড নিয়ে RBC-এর যাত্রা শুরু। পরবর্তীতে আরও দুটি পুল বোর্ড ও দুটি স্নুকার বোর্ড স্থাপন করা হয় ষষ্ঠ তলায়। প্রায় ২২ লাখ টাকা ব্যয় করে তিনি RBC প্রতিষ্ঠা করেন। RBC-তে রয়েছে সার্বক্ষণিক ছয় জন মার্কার। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকে RBC ।

ম্যানেজার উত্তম কুমার জানান, RBC-তে মূলত স্কুল-কলেজ পড়ুয়ারা আসে পুল খেলতে। স্নুকার খেলতে আসেন মূলত মধ্যবয়স্ক, বিভিন্ন পেশাজীবী। এই বিলিয়ার্ড সেন্টারটির দৈনিক গড় আয় প্রায়

৫ হাজার টাকা বলে তিনি জানান। এখানে প্রতি বোর্ড পুল খেলতে হলে ২০ টাকা। এবং স্নুকার বোর্ডের জন্য প্রতি ঘন্টা ১৫০ টাকা চার্জ দিতে হয়। তবে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত স্নুকার ঘন্টাপ্রতি ১০০ টাকা খেলা যায়।

বনানীতে প্রতিষ্ঠিত বিলিয়ার্ড সেন্টারগুলোর একটি হলো ম্যারিনো। এটি ম্যারিনো গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান। ম্যানেজার শাহাদাৎ হোসেন জানান, বনানীর ১১ নম্বর রোডের ৫০ নম্বর বাড়িতে প্রায় দেড় বছর আগে এ বিলিয়ার্ড সেন্টারটি খোলা হয়। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, বর্তমান তরুণ প্রজন্মের সময় কাটানোর জন্য একটি সুন্দর পরিবেশ ও একটি সুন্দর খেলা উপহার দেবার লক্ষ্যেই ম্যারিনোর জন্ম। প্রায় ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে ম্যারিনো বিলিয়ার্ড সেন্টারটি খোলা হয়। এখানে মোট ৯টি পুল বোর্ড ও দুটি স্নুকার বোর্ড এবং বল সাজানোর জন্য ৬ জন মার্কার আছে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত ম্যারিনো খোলা থাকে। এই বিলিয়ার্ড সেন্টারটির গড় আয় দিনে প্রায় ৭৫০০ টাকা।

ধানমন্ডির ২৭ নম্বর রোডের রাপা প্লাজার ষষ্ঠ তলায় অবস্থিত HFC আরেকটি জনপ্রিয় বিলিয়ার্ড সেন্টার। এখানে ১০টি পুল বোর্ড রয়েছে। মার্কার আছে ৭ জন। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এটি

খোলা থাকে। HFCতে পুলের পাশাপাশি রয়েছে একটি গেম পার্লার ও ফুড কোর্ট। প্রতিদিন পুল থেকে HFC -র গড় আয় প্রায় ৪০০০ টাকা।

ধানমন্ডি দুই নাম্বার রোডে অবস্থিত রাইফেলস্ স্কয়ার শপিং সেন্টারের ষষ্ঠতলায় অবস্থিত 'ফিউচার ওয়ার্ল্ড' গেমস কর্নারে অন্যান্য খেলার পাশাপাশি বিলিয়ার্ডের ব্যবস্থাও রয়েছে। প্রাথমিকভাবে মাত্র ৬টি বোর্ড নিয়ে এর যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে বোর্ডের সংখ্যা ১১টি। ফিউচার ওয়ার্ল্ডে বিলিয়ার্ডের জন্য ৫ জন মার্কার আছে। ২০ টাকার এন্ট্রি কুপন কিনে ফিউচার ওয়ার্ল্ডে প্রবেশ করতে হয়। এই এন্ট্রি কুপন বিলিয়ার্ডসহ সব ধরনের খেলার কুপন হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ফিউচার ওয়ার্ল্ডের ম্যানেজার জানান, শুধু বিলিয়ার্ড থেকে তাদের দৈনিক আয় প্রায় ৪ হাজার টাকা। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ফিউচার ওয়ার্ল্ড খোলা থাকে।

ধানমন্ডি এলাকায় এসব বিলিয়ার্ড সেন্টার ছাড়াও রয়েছে 'পুল ওয়ার্ল্ড', BBC (বাংলাদেশ বিলিয়ার্ড সেন্টার), B&S প্রভৃতি বিলিয়ার্ড সেন্টার। গুলশানে DBC ছাড়াও রয়েছে ফ্যান্টাসি, বুমার্স্ ইত্যাদি। এছাড়া হাতিরপুলে ইস্টার্ন প্লাজার পার্শ্ববর্তী ভবনে রয়েছে মার্কস্ বিলিয়ার্ড সেন্টার।

বিলিয়ার্ড খেলার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা শহরে এর উপকরণের দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুরুতে কেবল গুলশানের দু-একটি দোকানে এসব উপকরণ যেমন : কিউ স্টিক, বল, চক ইত্যাদি পাওয়া যেত। বর্তমানে ধানমন্ডির ARA সেন্টারে, 'রিচমন্ড' নামক বিলিয়ার্ড উপকরণের একটি দোকান হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বিলিয়ার্ড সেন্টারেও এসব উপকরণ বেচাকেনা হয়।